দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 30 APR 2012
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৬

শিক্ষক নিয়োগে পৃথক কমিশন

■ শ্যামল সরকার

শিক্ষা কর্মকর্তা ও সরকারি শিক্ষক নিয়োগে পৃথক সরকারি কর্মকমিশন গঠন চূড়ান্ত পর্যায়ে। আজ সোমবার অনুষ্ঠেয় প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটিতে এ বিষয়ে আইনের খসড়া উপস্থাপন করা হবে। এ পর্যায়ে আইন অনুমোদন হলে তা প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে সংসদে বা রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ আকারে পাস করা হবে।

এছাড়া সরকারি, বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে প্রবেশ ও পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের বয়সসীমা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৩২ বছর করা হবে। সচিব কমিটির অনুমোদন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিতে একটি সার্কুলার জারি করে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে।

১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল সরকারি কর্মকমিশন আদেশ জারির মাধ্যমে সরকারি কমিশন (প্রথম) এবং সরকারি কমিশন (দ্বিতীয়) নামে দুটি কর্মকমিশন গঠন করা হয়। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে দুটি কমিশন একীভূত করে বর্তমানের একটি কমিশন গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, একটিমাত্র পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

শিক্ষক নিয়োগে

২৪ পৃষ্ঠার পর

কমিশনের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগে সুপারিশ, পদোন্নতি, চাকরিতে নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ ও শৃঙ্খলার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। প্রতিটি নিয়োগের ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুই বছর সময় লেগে যায়। ১৯৮০ সালের সিভিল সার্ভিস এডুকেশন কম্পোজিশন অ্যান্ড ক্যাডার রুলস অনুযায়ী সরকারি কলেজ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের জন্য অনুমোদিত ১৪ হাজার ৪৪৭টি পদের বিপরীতে ২৫০০ পদ শূন্য রয়েছে। পিএসসি সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসার, মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষক, সরকারি কলেজে ১০ শতাংশ কোটায় সহকারী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক নিয়োগ এবং স্বাস্থ্য ক্যাডারে ৪ হাজার ৭৯৪টি ভিত্তিপদে নিয়োগ, আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ বাদে ১৭টি সরকারি কলেজে বিভিন্ন পদমর্যাদায় নিয়োগ করে থাকে। এ সকল কাজ একইসঙ্গে সম্পন্ন করা একটিমাত্র পিএসসির পক্ষে সম্ভব নয়।

এরকম বাস্তবতায় ২০১০ সালের ৩০ মে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভায় বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (সাধারণ) ও সরকারি কমিশন (শিক্ষা) গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিদ্ধান্তের পক্ষে অর্থবিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় মতামত দিয়েছে। এসব মতামতের ভিত্তিতে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি গত বছর ১ জুন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। এ কমিটি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন-১৯৭৭ সংশোধন করে দুটি আলাদা কমিশন গঠনের জন্য সংশোধিত আইনের খসড়া তৈরি করেছে। এ খসড়া আইন ও সংসদবিষয়ক বিভাগ পর্যালোচনা ও পরিমার্জন করেছে। সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি দুটি সরকারি কর্মকমিশন গঠন করতে পারেন।

প্রতিবন্ধীদের চাকরির বয়স শিথিল

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। বাংলাদেশেও একই হার বিদ্যমান। প্রতিবন্ধীরা দেরিতে পড়াশুনা শুরু করে বলে চাকরিতে প্রবেশের বয়স পেরিয়ে যায়। তাই এই বয়স বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইতিপূর্বে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় চাকরিতে প্রবেশের বয়স ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৩২ করা হয়েছে। সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও করপোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, বিদ্যমান কোটানীতি অনুযায়ী ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদে প্রতিবন্ধীদের জন্য এক শতাংশ, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জন্য এতিমখানা নিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত রয়েছে। আজ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি এটি অনুমোদন করলে তা কার্যকর হবে।